তৃতীয় অধ্যায়

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলবিধি

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ বলিয়া থাকেন, রাজা বল্লালসেনের বৈরনির্য্যাতনের কারণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত কুলপদ্ধতি স্বীকার না করিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ সমাজ গঠিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা বল্লালী কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা বল্লালী কুলপদ্ধতি মানিয়া চলিতেন, তাঁহাদের সহিত ইঁহারা কোনই সম্বন্ধ রাখিলেন না। রাজা বল্লালসেন উত্তররাঢ়ীয় বীজ পঞ্চকায়স্থের অন্যতম সুদর্শন মিত্রের বংশধর বটমিত্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বল্লালসেনের ইচ্ছা ছিল যে, সেনরাজবংশ এই শ্রেণীর সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। তাই তিনি নিজে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে কুলবিধির প্রবর্ত্তন করিয়া পরে কায়স্থ-সমাজেও সময়োপযোগী কুলবিধির প্রচলন করিয়াছিলেন। গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজ বল্লালী কুলনিয়ম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজ, বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ ও উত্তররাঢ়ীয় সমাজ বল্লালী মত গ্রহণ করেন নাই। [১]

উত্তররাঢ়ীয় সমাজ কেন বল্লালী কুল গ্রহণ করেন নাই, এ সম্বন্ধে কান্দি-রাজবাটীর সিংহবংশ-কারিকায় লিখিত আছে—

"এই ভাবে সকলের উৎসাহ করায়। দক্ষিণরাঢ়বাসী সকলের কুলবদ্ধ হয় ॥
আপনার অভিসন্ধি সিদ্ধ করিল। কতক কায়স্থ বরেন্দ্রে পলাইয়া গেল ॥
* * * * অল্প সংখ্যক লোক বুঝিতে পারিল ॥
বরেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য উত্তররাঢ়ীয়গণ। বল্লাল মহারাজের কুলে নাহি রুচে মন ॥
সমস্ত উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সকলে। মন্ত্রী ব্যাস সিংহোপরি সভে ভারার্পিলে ॥
ডাকাইল মন্ত্রিবরে সভার ভিতর। স্বীকার আছহ কিনা করহ উত্তর ॥
মন্ত্রী বলে সব যাহা আছে পূর্ব্বাপর। যে ভাবে যে কুলের রীতি বংশ পরম্পর ॥
তাহা ভিন্ন অন্য ভাব নূতন আচার। কেহ কুলপ্রথা ছাড়ি না করিবেন স্বীকার ॥
একে তো স্বজাতি হৈয়া আহারাদি ত্যাগে। একথা রাজার মনে সর্ব্বদাই জাগে ॥
তৎপর না মানে যে হুকুম আমার। ক্রোধে পরিপূর্ণ দেহ হইল রাজার ॥

---

(১) কি কারণে বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ বল্লালী কুলমর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই, যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য়াংশ, বৈদিক ব্রাহ্মণ বিবরণ এবং কায়স্থকাণ্ড, ২য়াংশ বারেন্দ্র কায়স্থ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করাতি ডাকাইয়া সভা মধ্যস্থলে। ব্যাস সিংহের মস্তক চিরহ এই স্থানে॥
তখনি মন্ত্রীর মাথে করাত ক্ষেপণ। করিয়া টানয়ে তারা আজ্ঞার পালন॥
অঙ্গরাখা উত্তরীয় উপবীত পরিধেয়। রক্তে সিক্ত হইল অঙ্গ বিছানা ভিজয়॥
দৈববাণী হৈল মেঘ গর্জ্জনের স্বরে। এখনি করিব নষ্ট রাজ্য প্রাণ তোরে।।
ধার্ম্মিকের নিরপরাধেতে প্রাণদণ্ড। এখনি তোমার মুণ্ড হবে খণ্ড খণ্ড॥
দৈববাণী শুনে রাজা মহাভীত হয়ে। প্রাণদণ্ড পরিহরি যোড় হস্ত হৈয়ে॥
না বুঝিয়া প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। আমার উপর তৈছে দেবতা কুপিল॥
তোমার নিকট আমি করিনু অপরাধ। অবশ্য ক্ষমার পাত্র করহ প্রসাদ॥
মন্ত্রী বলে তুমি রাজা হও রাজ্যেশ্বর। প্রাণদণ্ড করা তব সদা অধিকার॥
তব কৃত কুলবন্ধ মান্য না করিব। প্রাণবধ কর তব দোষ কি লইব॥
শুনি রাজা সলজ্জ হইয়া যোড় হাতে। কৃতাঞ্জলি করি মন্ত্রীর ধরি হাতে॥
মহা অপরাধ আমি করিনু নিশ্চয়। সে দোষ ভুলিয়া যাহ মন্ত্রী মহোদয়॥
যে গ্রামেতে বাসা করি আছহ আপনি। নিষ্কর দিলাম তোমায় ভোগ করহ আপনি॥
আজ হৈতে ব্যাসপুর গ্রামের হৈল নাম। দানপত্র লিখি দিয়া করিল প্রণাম॥
মন্ত্রিবর স্তুতি নতি করিতে লাগিল। তদবধি কুলবিচার পরিত্যাগ কৈল॥"

উদ্ধৃত কারিকার মতে মহারাজ বল্লালের আজ্ঞায় করাতের আঘাতে ব্যাসসিংহের দেহ হইতে রক্তপাত হইলেও দৈববাণী হওয়ায় ব্যাসসিংহের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন কুলজ্ঞগণের মুখে শুনিয়াছি উত্তররাঢ়ীয় সমাজ চিরদিনই রক্ষণশীল। বল্লালী কুলনিয়ম কতকটা স্বেচ্ছাচার ও অশাস্ত্রীয় মনে করিয়াই উত্তররাঢ়ীয় প্রধানগণ গ্রহণ করেন নাই।

ব্যাসসিংহ বল্লালসেনের অন্যতম মন্ত্রী, হরিঘোষ তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক এবং সুদর্শন মিত্রবংশীয় বটমিত্র তাঁহার প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। বটমিত্র রাজা বল্লালসেনকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার স্বপক্ষেই ছিলেন। কিন্তু মহামতি ব্যাস সিংহ প্রকাশ্য সভায় রাজা বল্লালের বিরুদ্ধে তাঁহার কুলবিধির সমালোচনা করিয়াছিলেন। সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ তাঁহাকে নিরস্ত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু মহাতেজস্বী নির্ভীক ব্যাসসিংহ ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে বিরত হন নাই। ব্যাসসিংহের মন্ত্রিত্বকালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ তাঁহার সদাচার, ন্যায়বিচার ও কার্য্যদক্ষতা দর্শনে প্রায় সকলেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী ছিলেন। রাজা বল্লালসেনও তাহা জানিতেন। এরূপ প্রবল বিরুদ্ধবাদী তাঁহারই মন্ত্রী থাকিতে সহজে কেহ তাঁহার মত গ্রহণ করিবে না, তাহা বল্লালসেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বল্লালসেন ব্যাসসিংহকে স্বমতে আনিবার জন্য বিহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় যখন ব্যাসসিংহ বল্লালী মতের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিলেন, তখন তাহা বল্লালের অসহ্য হইয়াছিল। ব্যাসসিংহ যেরূপ তীব্রতর উক্তি দ্বারা বল্লালী মত খণ্ডনে উদ্যত হইয়াছিলেন, বল্লালসেনও তাঁহাকে সুতীব্র করাত

দিয়া চিরিয়া ফেলিবার তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়াছিলেন। এই নিদারুণ আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইয়াছিল। কান্দিরাজবাটীর কারিকামতে সেই সময় দৈববাণী হওয়ায় ব্যাসসিংহ রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মনসুক ঘটকের পুত্র রামনারায়ণ ভট্টের প্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে—

"করাতে ব্যাস প্রাণদান জাতি মান রক্ষণে।
পিতা প্রীতা করণগুরু সে পুত্রশোকসান্ত্বনে॥"

কেবল ব্যাসসিংহ বলিয়া নহে উত্তররাঢ়ীয় কাশ্যপ দত্তবংশের কুলজী হইতে জানিতে পারি যে দেবদত্তের ৮ম পুরুষ অধস্তন যাদব দত্তের দশ পুত্র ও সাত পৌত্র বল্লালের কুলবিধি অস্বীকার করায় নিহত হইয়াছিল। [পরে দত্তবংশলতা দ্রষ্টব্য।] ১০৬১ শকে ১১৩৯ বা খৃষ্টাব্দের সমকালে এই ঘটনা ঘটে, এই সময় বহু লোক আত্মসম্মানরক্ষার্থ পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া যান, তন্মধ্যে ব্যাসসিংহের ভ্রাতা ভগীরথ সিংহ এবং দত্তকুলজ অনন্তদত্ত অন্যতম।[২] বল্লাল-পৌত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্রীসিংহ ও দামরালী স্থৈর্য্যসিংহের নাম আছে।[৩] ইঁহারা বঙ্গাগত ভগীরথ সিংহের বংশধর হইতে পারেন।

উক্ত ঘটনার অল্পকাল পরে রাজা বল্লাল গৌড় মগধ জয়ে যাত্রা করেন। দীর্ঘকাল তাঁহাকে সমরক্ষেত্রে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ১১৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গৌড় হইতে পালবংশকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল বংশীয় শেষ নৃপতি গোবিন্দপাল প্রথমে দেবকোট এবং তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া মগধ আশ্রয় করেন। ১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সেনরাজ গোবিন্দপালকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া গৌড়-মগধের অধীশ্বররূপে গৌড়-রাজধানীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল উত্তররাঢ় হইতে দূরে অবস্থান করায় উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। এই সময়ে তিনি বটমিত্রকে সম্মানিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নবজিত মগধরাজ্যের অধিপতি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বাপ, ভাই, আত্মীয়স্বজন সকলেই বটমিত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।[৪] কিন্তু বল্লালসেন কর্তৃক পূজিত হইয়া বটমিত্র মগধেশ্বররূপে অধিষ্ঠিত হইলে অনেক আত্মীয়স্বজন মগধে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ভাগলপুর জেলায় কাহাল গাঁয়ের অদূরে পাথরঘাটা নামক

---

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) The Indian Historical Quarterly, Vol II. P.85-86.

(৪) "মিত্রবংশে তদাধারা বটমিত্রশ্চ ভাগ্যবান্। কন্যৈকা লক্ষণা তস্য কুমারী রত্নমন্দিরে॥
দূতং প্রেষ্যঃ সমানীয় বল্লালো গৌড় ভূপতিঃ। সা কন্যা পরিণীতবান্ যথাশাস্ত্র নিজেচ্ছয়া॥
বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূৎ মগধেশ্বরঃ। তাতভ্রাতৃপরিত্যাগী বিরাগী সর্ব্ব বন্ধুষু॥
মগধাৎ পুনরায়াতো বটধারা ধনান্বয়ুৎ। রাঢ়ায়াং গীয়তে সর্ব্বে কুলস্থানে পুনঃ স্থিতাঃ॥"
(উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকা)

স্থানে বটমিত্রের রাজধানী হইয়াছিল। এখানে তিনি নিজ নামানুসারে বটেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন জীর্ণ মন্দির এবং বটেশ্বরনাথ নামক শিবলিঙ্গ আজও পাথর-ঘাটায় বিরাজ করিতেছেন। বটমিত্রের সময়ে যে সকল উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মগধ বা ভাগলপুর অঞ্চলে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি সেই অঞ্চলে বাস করিতেছেন। মূল সমাজ হইতে বহুদূরে থাকায় তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

রাজা বল্লালসেন কর্তৃক সিংহবংশতিলক ব্যাসসিংহ নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইলে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ নির্য্যাতনভয়ে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কুলজ্ঞগণও ঘোষণা করিয়াছেন, বল্লালসেনের ভয়ে নানাস্থানে গিয়া অনেকে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে অনেকে রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে গিয়া বাস করেন। ১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রাচ্য জনপদের অধীশ্বররূপে অধিষ্ঠিত হইলে স্থানভ্রষ্ট উত্তররাঢ়ীয় অভিজাতগণ কতকটা নিরাপদ মনে করিয়া আবার উত্তররাঢ়ে ফিরিয়া আসেন। বহু পূর্ব্ব হইতেই সিংহপুর কেবল সিংহবংশের রাজধানী বলিয়া নহে, উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া অভিহিত ছিল। ব্যাস সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মীধর সিংহপুরগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সুরক্ষিত সিংহপুর গড় মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রত্যেক বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। এই জাতীয় মহাসভায় হরিঘোষ ও বটমিত্র ব্যতীত অপর সকলেই আহূত হইয়াছিলেন। হরিঘোষ ও বটমিত্র বল্লালের পক্ষাবলম্বন করায় উত্তররাঢ়ীয় সমাজ এই জাতীয় সভায় তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন নাই, উভয়কেই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সভায় কে কে উপস্থিত ছিলেন, ঠিক বুঝা যায় না। নিম্নে পঞ্চকুলের বংশকারিকা ও বংশলতা উদ্ধৃত হইল তাহাতে দেখা যায় এই সম্মেলনকালে পঞ্চ বীজপুরুষের অধস্তন ৯।১০ পুরুষ হইয়াছিল।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলদীপিকায় বাৎস্য সিংহবংশের এইরূপ পরিচয় আছে—

"অথ সিংহপুরগ্রামে সিংহোঽনাদিবরোঽবসৎ।
কীর্ত্তিমানতুলপ্রজ্ঞঃ স্থাপকঃ শিবলিঙ্গয়োঃ॥
সরোবরপ্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণাতিথিপূজকঃ।
দেবার্চ্চনরতো দাতা স্বপ্রতিপরিপালকঃ॥
তস্মাৎ সূর্য্যধরো জাতঃ পিতৃমার্গানুসারকঃ।
তৎসুতো বিশ্বরূপোঽভূৎ কুলতো বিশ্ববিখ্যাতঃ॥
বিশ্বরূপাদ্বরাহোঽভূৎ তস্মান্মদনভৈরবৌ।
সুরাপানাদবৈধাচ্চ বিদ্বিষ্টশ্চাশ্ববিক্রয়াৎ॥

ভৈরবেণ কৃতশ্রাদ্ধো নিন্দিতোঽপি স্ববন্ধুভিঃ।
কালিকাবরমাসাদ্য রাণোপাধিবিভূষিতঃ।
মদনো মদনপ্রায়ো যাজিগ্রামাধিপোঽভবৎ॥
ভৈরবাড্ডোমনো জাত এমনস্তৎসুতোত্তমঃ॥
তস্মাল্লক্ষ্মীধরো জজ্ঞে সাক্ষাল্লক্ষ্মীধরোপমঃ।
গুণাধারোঽপি সংক্ষুব্ধী কৃতোঽধ্যান্তে বিড়ম্বিতঃ॥
ধীরঃ সদসি বিখ্যাতঃ করণানাং গুরুস্থিতি।
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ খর্ব্বমানো জ্যেষ্ঠ গদাধরঃ॥
বঙ্গান্ ভগীরথো যাতঃ কনিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
করাতী ব্যাসনামায়ং শুদ্ধকীর্ত্তিঃ সুবিশ্রুতঃ॥
সর্ব্বে জানন্তি কর্ম্মাণি দুষ্করাণ্যস্য ধীমতঃ।
স্বজাত্যৈঃ পরমঃ পূজ্যো ভক্তিনিষ্ঠঃ কুলেশ্বরঃ॥
নির্ম্মমে বসতিং রম্যাং নাম্না ব্যাসপুরং মুদা।”
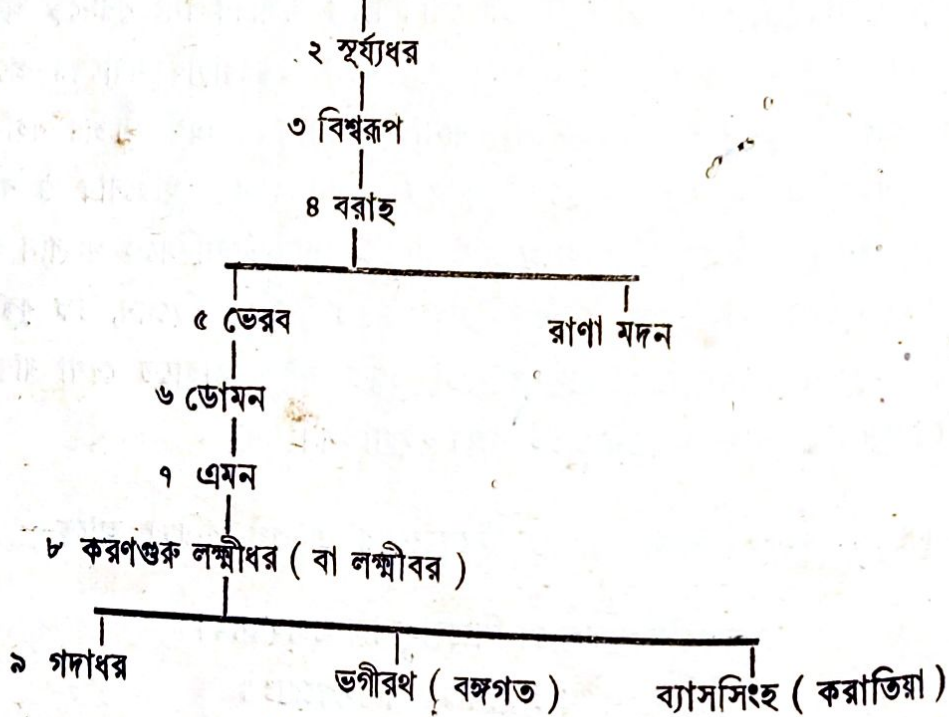
পূর্ব্বোক্ত উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকায় সৌকালিন ঘোষবংশের এইরূপ আদিপরিচয় আছে—

“সোম সৌকালিনবরস্তৎসুতশ্চারবিন্দকঃ।
মহানন্দমকরন্দৌ তৎসুতৌ নরপূজিতৌ॥
মহানন্দবরঃ শ্রীমান্ মধ্যরাঢ়ে কুলেশ্বরঃ।
স্বর্ণদণ্ডেতি বিখ্যাতঃ জয়যানস্যাধিপতিঃ॥

কনিষ্ঠঃ মকরন্দস্তু সপ্তগ্রামীয় পূজিতঃ।
মহানন্দাত্মজৌ জাতৌ চলচিন্তামণি সুতৌ ॥
জয়যানেশ্বরো ঘোষো শ্রীচিন্তামণি বিশ্রুতঃ।
চিন্তামণিসুতঃ শ্রীমান্ ঘোষঃ বাণেশ্বরো বরঃ ॥
তৎসুতো রুদ্রাখ্যস্তস্মাৎ মহেশঃ কুলপূজিতঃ।
শ্রীবলভদ্র স্তৎপুত্রঃ জয়যানে তু সদ্মনি ॥
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ো খ্যাতাঃ জ্যেষ্ঠঃ দামোদরঃ সুধীঃ।
মধ্যমো কামদেবাখ্যঃ নারায়ণঃ ততঃ পরম্ ॥
বালণ্ডাসু গতো দামঃ পরম শুদ্ধমার্জ্জিতঃ।
জয়যানেশ্বরো শ্রীমান্ নারায়ণঃ গুণাশ্রয়ঃ ॥
নারায়ণ সুতাখ্যাতঃ নবনারায়ণ কৃতিঃ।
সামন্তসাটীঘোষশ্চ মুরারি স্তদনন্তরং ॥
রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব বনমালী জনার্দ্দনঃ।
দক্ষপক্ষাত্তথাজাতা ষড় পুত্রাস্তুরনুক্রমাৎ ॥
জাতা পক্ষাৎ পুরাদত্তে নারায়ণসুতাঃ নবাঃ।”

মৌদ্গল্য দাসবংশের আদি পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে—

"পুরুষোত্তমসুতো জাতঃ কবীন্দ্রো রামদাসকঃ।
তৎসুতো বিক্রমো জাতস্তস্মাদ্ বিশ্বম্ভরাখ্যকঃ॥
গদাধরস্য তৎসুতস্তস্মাদ্দামোদরঃ কবিঃ।
দামোদরস্য তনয়ো রামদাস সরস্বতীঃ।
ক্রিয়াবান্ গুণসম্পন্নো মৌদ্গল্যকুলভূষণঃ॥
রামদাসসুতাবেতৌ বিখ্যাতৌ গুণপূর্ণিতৌ।
জ্যেষ্ঠঃ হরিহরশ্চৈব গঙ্গাধরঃ কনিষ্ঠকঃ॥
বহড়ানেশ্বরো শ্রীমান্ দাসো হরিহরঃ সুধীঃ।
নবগ্রামগতো পশ্চাৎ দাসঃ গঙ্গাধরাখ্যকঃ॥
গঙ্গাধরসুতাতৌ অনন্তকাপড়িস্তথা।
অনন্তস্তু বিশাগতো পাইকপাড়া বলেক্কতঃ॥
কনিষ্ঠো কাপড়িঃ শ্রীমান্ মধ্যরাঢ়ে কুলেশ্বরঃ।
কাপড়িকসুতা জাতাঃ ষট্ পুত্রাঃ কক্ষবিখ্যাতাঃ॥
মাধব সাধবশ্চৈব শ্রীরঙ্গস্তদনন্তরং॥
নীলাম্বর সুতো জ্ঞেয়ঃ মার্কণ্ডেয়স্ততঃপরম্।
বনমালী ততোজাতঃ এতে কাপড়িপুত্রকাঃ॥" (কুলদীপিকা)
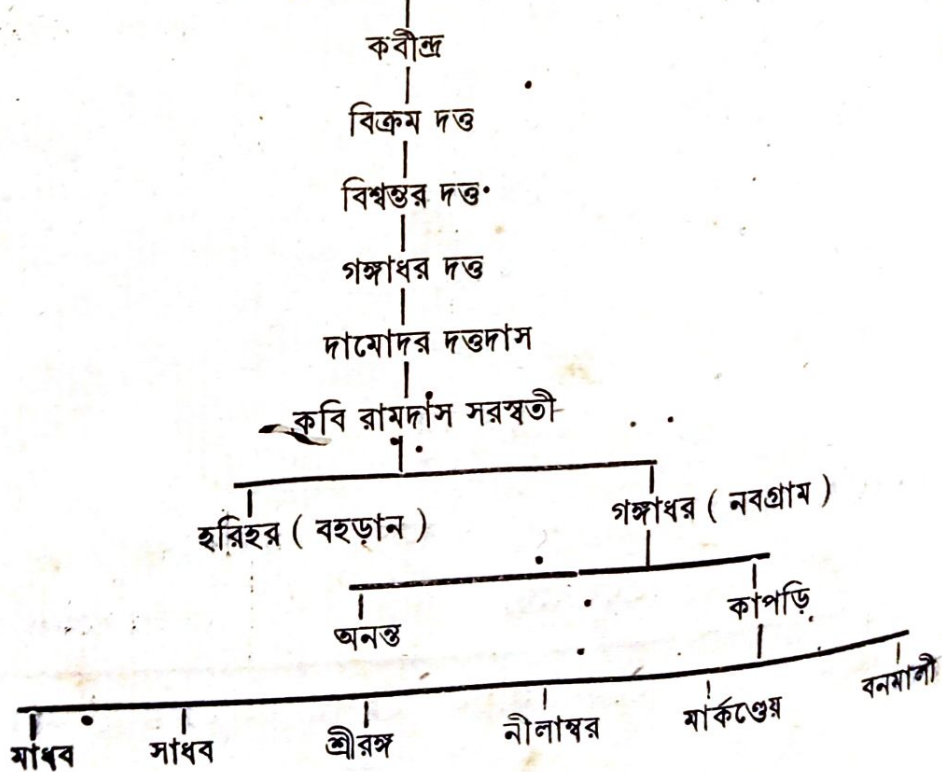
বিশ্বামিত্র গোত্র মিত্রবংশের আদিপরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

"সুদর্শনসুতঃ সোমস্তৎসুতো শম্ভূমিত্রকঃ।
শ্রীকণ্ঠস্তৎসুতো জাতস্তৎসুতো ব্যাসমিত্রকঃ॥
শোভন সুশীলো জ্ঞেয়ঃ শ্রীমন্তঃ বুধবল্লভঃ।
তস্য পুত্রঃ জয়ঃ খ্যাতিস্তৎসুতো হর্ষমিত্রকঃ॥
পুরুষোত্তমাখ্যস্তৎপুত্র তস্য চত্বারি সূনবঃ।
কোচবাচস্পতিশ্চৈব বটমিত্রস্তু মধ্যমঃ॥
কনিষ্ঠো নরসিংহোঽপি এতে চত্বারি সংজ্ঞকাঃ।
রাঢ়ায়ামবস্থিতঃ কোচঃ মগধে প্রস্থিতো বটঃ॥
গোকর্ণগ্রামমায়াতঃ বাচস্পতি কদা বসি।
কনিষ্ঠো নরসিংহোঽপি পশ্চাৎ কুড়ুম্বমাগতঃ॥" (কুলদীপিকা)

অপর কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"কোচবাচস্পতিঃ রাজা বটমিত্রস্তু মধ্যমঃ।
কনিষ্ঠাখ্যা নরপতিঃ চত্বারঃ সোদরা ইমে॥
সুদর্শনবংশে কোঽপি কালিদাসাখ্য মিত্রকঃ।
গতবান্ দক্ষিণরাঢ়ে তত্রৈব খ্যাতিমাপ্তবান্।
তদ্বংশে পুনর্বঙ্গগতং॥"
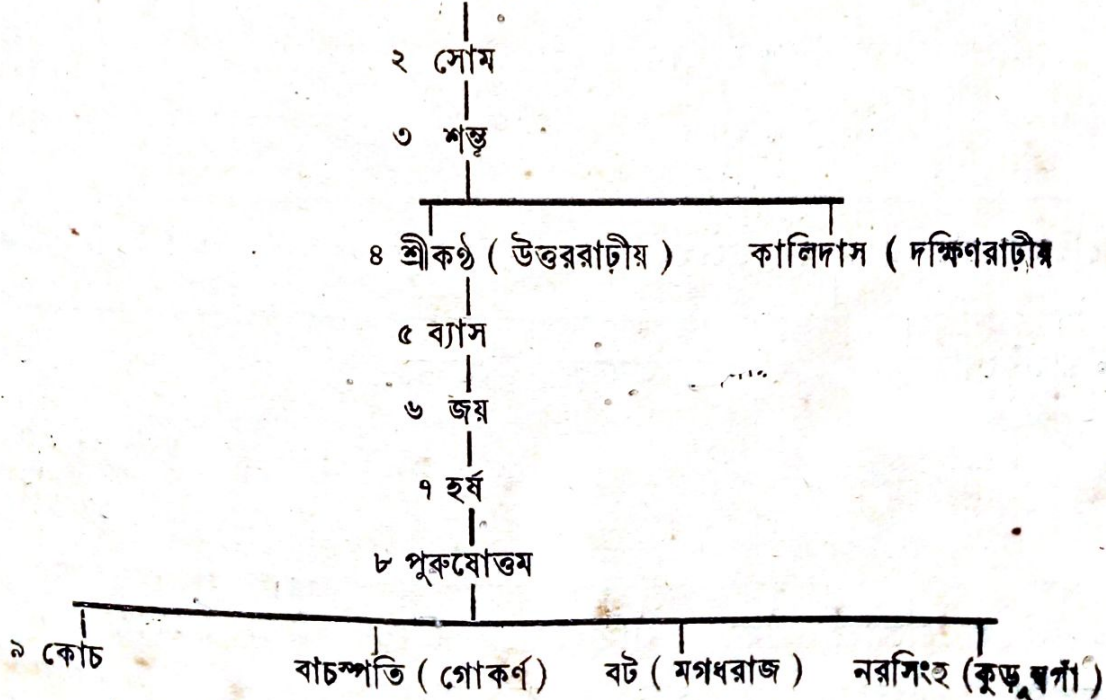
সদানন্দের কুলকারিকায় কাশ্যপ দত্তবংশের এইরূপ বংশক্রম লিপিবদ্ধ আছে—

"খ্যাতি মহাতা দেউদত্ত। ছিল মাম্না মহাতীর্থ॥
বারবরেট্টা কৈল স্থিতি। দত্তবড্যা হইল খ্যাতি॥
আদিত্য তাহার সুত। দেবাদিত্য নামযুত॥
বিনায়ক তাহার পুত্র। কাপ তপন উভয় সূত্র॥
কাপের বংশে পাপরাশি। যাতে পাতালদত্ত অগ্নিঋষি॥
তবে তপন মণ্ডল অংশ। বুঢ়ন মধু যাদব বংশ॥
বল্লাল বলে গেল কাটা। সাত নাতি দশ বেটা॥
পুত্র মহেশ্বর-নারী। পলাই উভারু-গর্ভধারী॥
আগরী ঘরে কাল টহলী। সেই আগরী-দত্ত গালি॥"
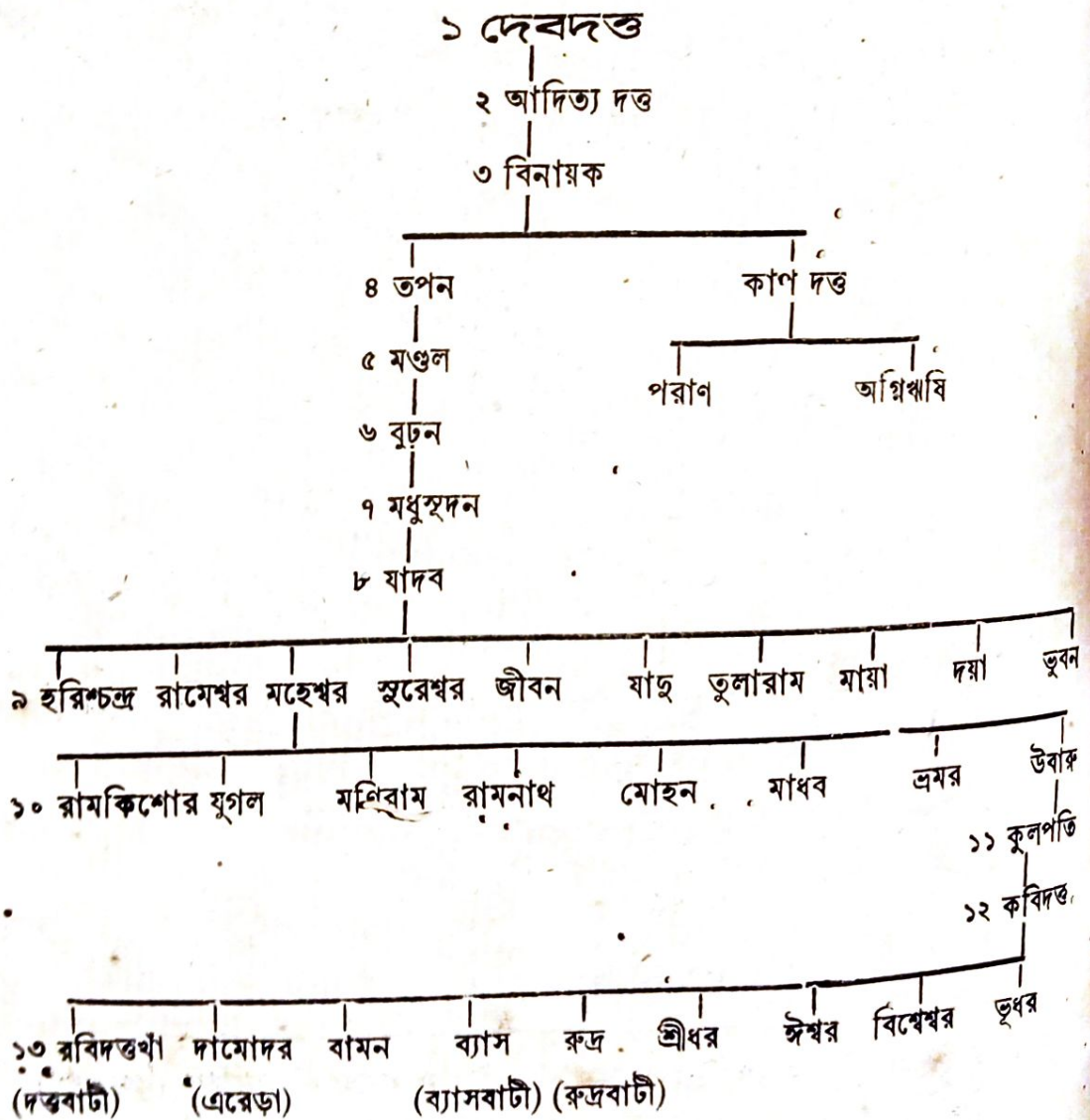
মহামতি ব্যাসসিংহ জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য বল্লালের সভায় সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, উত্তররাঢ়ীয় সমাজ তাঁহার পিতা লক্ষ্মীধর সিংহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজপতি পদ প্রদান করিয়া 'করণগুরু' আখ্যায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই সভায় উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রথম কুলনিয়ম বিধিবদ্ধ হয়।

প্রথমতঃ উত্তররাঢ়ীয়-সমাজে বাৎস্য সিংহ, সৌকালিন ঘোষ, মৌদ্গল্য দাস, বিশ্বামিত্র গোত্রে মিত্র এবং কাশ্যপ গোত্রে দত্ত এই পঞ্চ ঘর কুলীন, শাণ্ডিল্য গোত্রে ঘোষ ও কাশ্যপ গোত্রে দাস সন্মৌলিক এবং মৌদ্গল্য গোত্রে কর ও ভরদ্বাজ গোত্রে সিংহ ইঁহাদের প্রত্যেককে পোয়া ঘর ও কষ্টমৌলিক ধরা হয়। কুলীনদিগের মধ্যে আবার সিংহ ও ঘোষ মুখ্য সিদ্ধ, দাস, দত্ত ও মিত্র সাধ্য বা মধ্যাংশ এবং শাণ্ডিল্য ঘোষ ও কাশ্যপ দাস কষ্ট এবং ভরদ্বাজ সিংহ ও মৌদ্গল্য কর অরি বা কুলনাশক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

"পুরা পরিমিতাঃ পঞ্চ সর্ব্বে তুল্যাঃ পরস্পরম্।
যূথান্তরপরিত্যাগী সর্ব্বদ্বারী ক্রমে গতাঃ ॥"

পূর্ব্বে প্রথম পঞ্চ ঘরে সকলেই সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যাঁহারা নিজ যূথ ছাড়িয়াছেন তিনি ক্রমে সর্ব্বদ্বারী হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বদ্বারী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হন।

পঞ্চ ঘরের গণনা সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

"সিংহঘোষস্তথা দাসঃ মিত্রদত্তশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চগোত্রাণাং রাজন্যাং কুলপদ্ধতিঃ ॥
তদন্তে কাশ্যপী রামঃ শাণ্ডিল্যশ্চ সমাগতৌ।
সমং করভরদ্বাজৌ নিবিষ্টৌ মূলপঞ্চকে ॥
পুরানীতা পঞ্চ পরে তদর্দ্ধং সমার্দ্ধমাপ্তকুলযূথবন্ধঃ।
সোপানপঞ্চ রিপুজিতদীপ্তঃ দ্বিতুঙ্গমুর্দ্ধাকুলযূথমূর্ত্তিঃ ॥"

প্রথম সিংহ, দ্বিতীয় ঘোষ, তৃতীয় দাস, চতুর্থ মিত্র, ও পঞ্চম দত্ত এই পঞ্চ হইতে পঞ্চগোত্রীয় রাজন্যগণের কুলপদ্ধতি স্থির হইয়াছিল। তাঁহাদের শেষে কাশ্যপ গোত্রে রামদাস ও শাণ্ডিল্য ঘোষ উভয়ে সমভাব বলিয়া এবং সর্ব্বশেষে মৌদ্গল্য কর ও ভরদ্বাজ সিংহ উভয়ে সমভাবে আসিয়া মূল পঞ্চ ঘরের সহিত মিলিত হন। প্রথম আনীত পঞ্চ ঘর ও পরে আড়াই ঘর এই সাড়ে সাত ঘর লইয়া উত্তররাঢ়ীয় কুল যূথবদ্ধ হইয়াছিল। শেষ আড়াই ঘর সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় আছে—

"শাণ্ডিল্য কাশ্যপ আর ভরদ্বাজ কর। ইহা সভার স্থান জানি সভাতে গোচর ॥
পোয়া ঘরে ভরদ্বাজ পোয়া ঘরে কর। একুন করিয়া দেখ সাড়ে সাত ঘর ॥"

প্রধান কুলীনগণের পক্ষে এই আড়াই ঘরে বিবাহ নিন্দিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"শাণ্ডিল্যে স্বল্পহানিস্থাৎ কাশ্যপে হানিরেব চ।
মহাহানি র্ভরদ্বাজে করস্পর্শাৎ কুলক্ষয়ং॥" (কুলপঞ্জিকা)

তথা কুলকারিকায়—

"শাণ্ডিল্যে সুতনাশায় ধননাশায় কাশ্যপে।
ভরদ্বাজে সর্ব্বনাশঃ করে শীলনিপাতিতঃ॥"

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রচলনের পূর্ব্বে কি উত্তররাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র উভয় কায়স্থ সমাজে সপ্তদশ ঘরে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। কিন্তু বল্লালী কুলনিয়ম প্রচলিত হইবার পর এ প্রথা পরিবর্ত্তিত হয়। উত্তররাঢ়ীয় সমাজে সাড়ে সাত ঘর লইয়া সমাজ বন্ধনের পর বারেন্দ্র-সমাজও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। (অর্থাৎ সাড়ে সাত ঘর লইয়া নূতন বারেন্দ্র-সমাজ গঠিত হয়।[৫]

যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে কুলগ্রন্থ অনুসারে ভৃগুনন্দী ও ব্যাসসিংহ উভয়েই মহারাজ বল্লালসেনের মন্ত্রী এবং পরস্পরে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভৃগুনন্দী বল্লালের ভয়ে পালাধিকার-ভুক্ত উত্তর বারেন্দ্র আশ্রয় করেন। পরে উত্তর বারেন্দ্র বল্লালসেনের অধিকারভুক্ত হইলে নাগবংশ প্রথমতঃ স্বস্থান পরিত্যাগ না করিলেও ভৃগুনন্দী সম্ভবতঃ প্রাণভয়ে পলাইয়া আসেন। যে সময়ে সিংহপুরগড়ে মহামতি লক্ষ্মীধর সিংহের সভাপতিত্বে উত্তররাঢ়ীয় মহাসম্মেলন হইয়াছিল, সেই সভার কার্য্যদর্শন উপলক্ষে বা নিমন্ত্রিতরূপে ভৃগুনন্দীর উপস্থিতি কিছু অসম্ভব নহে। বলিতে কি উত্তররাঢ়ীয় সমাজে সাড়ে সাত ঘরের মধ্যে যেরূপ কুলপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, পরে ভৃগুনন্দী প্রভৃতির যত্নে বারেন্দ্র সমাজে সাড়ে সাত ঘরের মধ্যে কতকটা সেইরূপ কুলনিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বারেন্দ্র-সমাজে যেরূপ তিন ঘর সিদ্ধ, চারি ঘর সাধ্য এবং অর্দ্ধ ঘর অরি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, উত্তররাঢ়ীয় সমাজে মূল পঞ্চ ঘর সিদ্ধ, শাণ্ডিল্য ঘোষ ও কাশ্যপ দাস এই দুই ঘর সাধ্য এবং মৌদ্গল্য কর ½ ও ভরদ্বাজ সিংহ ½ উভয়ে অর্দ্ধ ঘর ও অরি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই জাতীয় সভায় পঞ্চঘরই প্রধান বলিয়া সম্মানিত হন। এই পঞ্চ ঘরের মধ্যে কোন ঘর প্রথমে ও কোন ঘর পরবর্ত্তী আসন লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় এইরূপ লিখিত আছে—

"বাৎস্য সৌকালিন কুলযুগলং। পৃথ্বীবিখ্যাত কক্ষা বিমলং॥
তদনুজ মৌদ্গল্য কুলভাবঃ। কুলকরণাদপি কুলগত লাভঃ॥

---

(৫) নূতন বারেন্দ্র সমাজে দাস, নন্দী, চাকি, নাগ, সিংহ, দত্ত, ও দেব এই ৭ ঘর এবং শর্ম্মাকে ½ ঘর ধরিয়া সাড়ে সাত ঘর হইল। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ২য়াংশ, বারেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

তদনুজ বিশ্বামিত্র দত্ত। ত্রিকুলীকরণে কর্ম্ম মহত্ত্ব ॥
তদনুজ শাণ্ডিল্যগৃহ ষষ্ঠ। শ্রবণ কটুকর কাশ্যপ কষ্ট ॥
তদনুপদদ্বয় ভঙ্গাগার। করণে সুবিদিত সীমাসার ॥
করপদ হরিপদ ভরদ্বাজ। সপ্ত পদদ্বয় ভবন সমাজ ॥
তন্মধ্যে কুল মৌলিক কষ্ট। শ্রুতিকটুতি কটু গেহভ্রষ্ট ॥
স্তৎ কুলমধ্যে সিদ্ধ সাধ্য। সন্মৌলিক কুল রক্ষণ পন্থ ॥
তদনুজ মৌলিক কৌলিক গেহি। পঞ্চেরভ্যন্তর শুচিদেহী ॥
স্মরশর নিলয় শৃণু বর করণে। নিকষ কুলাবলি কক্ষা ভরণে ॥
তদনুজ সার্দ্ধদ্বয় লঘু ভবনে। কুল কোমল কর সীমা অবনে ॥
তল্লঘু ভবনে বর শাণ্ডিল্য। কৌলিক কুলগত মৌলিক তুল্য ॥
তদনুজ কাশ্যপ কষ্ট শ্রাবি। শ্রুতি কটুতি কটু কুৎসিত রাবি ॥
তদনু পদদ্বয় ভবনং ভগনং। যত কুল করণে পঙ্কে মগনং ॥
হরিপদ মণ্ডিত ভারদ্বাজি। বরমিহ করণে কুলকুলরাজি ॥
যদি কুল করহ করগত করণং। নিকষ কুলাবলি কুলগত মরণং ॥
উভয়চার যদি কুলরাকরণে। কুলচূড়ামণি কুলাগত গণনে ॥
তদনুজ মৌদ্গল্যে কুল মুখ্য। ত্রিকুলি জড়িত পরস্পর কক্ষ ॥
তদনুজো বিশ্বামিত্র দত্তে। ত্রিগুণ জড়িত্ব যদি সম নিকষ সত্ত্বে ॥
তদনুগুণদ্বয় ভূষিত করণং। নিকষ কণা খলু ষোড়শ হরণং ॥
যদি নিকষে শুক্তি ভঞ্জন শক্তি। মৌলিক তৎ সন্মৌলিক পংক্তি ॥
গুণদোষঞ্চোত্থানে পতনে। বিদিতং কক্ষানির্ণয় কথনে ॥
যদি গুণমেকং মৌলিক করণে। বিধুবর গণিত কলিযুগ হরণে ॥
যদি নিকষদ্বয় ভঞ্জনকর্ম্মী। বর সন্মৌলিক ভবতি সধর্ম্মী ॥
অবতি কুরু গুণবিবরণ বচনং। কুল কুসুমাবলি মালারচনং ॥
কুলবর জনিত গুণত্রয় ভাব। করণে কুলগত লাভালাভ ॥
আদৌ গ্রামং তদনুজ নামং। তদনু কুলাবলি বিনাশধামং ॥
ত্রিগুণ জড়িত যদি নিজ নিজ করণে। তে কুল মুখ্যা কুলবর বচনে ॥
তদুপরি গোষ্ঠীপতি পদমান্তে। কুলভবনান্বিত গণ্যবদন্তে ॥
নিজ দেশেষু দিগন্তর গণকা। কুলপতি নৃপতি সভাপতিরথবা ॥
পূতিকুলভর্ত্তা গুণ চত্বারি। নিজ কুলপঙ্কজ কুল মনোহারি ॥
কথিতং কুলবর কুরু অবধানং। গুণভেদে কুরু কুরু কুল সম্মানং ॥”

এ সময়ে কুলজ্ঞগণ প্রথমে বাসগ্রাম, তৎপরে বংশকর্ত্তার নাম ও কুলকার্য্য এই ত্রিগুণ লক্ষ্য করিয়া কুলীনের উচ্চ নীচ ভাব স্থির করেন।